করোনার অভিজ্ঞতা

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

এক মাস আগে একদিন বৃষ্টিতে একটু ভিজলাম। একটু খানি জ্বর এল, সাথে কাশি। পাত্তা দিলাম না। পরদিন শুরু হল কাশি যেন থামতেই চায় না। ফার্মেসির এক বন্ধুকে ঘটনা বললাম। সে কিছু একটা সন্দেহ করে ৭টি এন্টিবায়োটিক এবং নাপা টেবলেট দিল। কিন্তু কিছুই হল না। খাওয়ার রুচি একদম চলে গেল। কিছুই খেতে পারছিলাম না ক্রমেই শরীর দুর্বল হতে থাকল। এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম এবং শুনলাম ফেনী সদর হাসপাতালে ২০০ টাকায় করোনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে আমার স্ত্রীও আমার সাথে সমভাবে আক্রান্ত। তাই দেরী না করে দু'জনেই স্যাম্পল দিলাম। এরপর আরও খারাপ হওয়ায় দেনা-পাওনা এবং কবরের চিন্তা শুরু করলাম। দু'দিন পর রিপোর্ট পেলাম করোনা নেগেটিভ। কিন্তু অবস্থা চরম পর্যায় যাওয়ায় ফেনী ক্লিনিকের এক ডাক্তারের শরনাপন্ন হলাম। তিনি রিপোর্ট বিশ্বাস করলেন না এবং আমাদের দিকে না তাকিয়েই সিটিস্কেন টেষ্ট দিলেন। সাথে সাথেই রিপোর্ট পেয়ে

১০দিনের জন্য কিছু ঔষধ দিলেন। দু'জনেই ৫ দিন ঔষধ খাওয়ার পর মোটামুটি সুস্থ হলাম। বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ তবে শরীর ভীষণ দূর্বল।

মনে হয় মহান রাব্বুল আলামীনের অসীম রহমতে

এবং সকলের দোয়ার বরকতে রক্ষা পেয়েছি।

আবার সব্জি বাগানের যত্ন নিচ্ছি। দোয়া চাই সকলের।